প্রেস নোটস

- সায়ন্তু সাখাওয়াৎ

২৫ জুলাই যুগান্তরের পোস্ট এডিটরিয়াল–এ আবদুল গাফফার চৌধুরীকে নিয়ে যে কথা লিখেছেন তার জবাব দিয়েছেন গাফফার চৌধুরী ২৮ জুলাই যুগান্তরেই। *এই বয়সেও হনুমানের ভেংচি সইতে হয়* শিরোনামে লেখায় গাফফার চৌধুরী তার আগের লেখায় নিউ এজ, ইনকিলাব ও দৈনিক সংগ্রামের সমালোচনা করলেও তাতে অশালীন বা অশোভন গালিগালাজ ছিল না বলে দাবি করেছেন এবং লিখেছেন, *২৫ জুলাই শুক্রবার যুগান্তরে প্রকাশিত ফরহাদ মজহারের লেখাটির সঙ্গে মেছো বাজারের ইতরামির কোনো পার্থক্য আছে কি না তাও যাচাই করার ভার ছেড়ে দিলাম এ পাঠকদেরই বিচার–বিবেচনার ওপর।*

একই লেখায়, গাফফার চৌধুরী নিউ এজ সম্পাদক এনায়েতউল্লাহ খান সম্পর্কে বলেছেন, *বহুরূপী মালিক–সম্পাদক* এবং ফরহাদ মজহারকে বলেছেন, *ভাড়াখাটা লেখক।*

ফরহাদ মজহারের লেখার জবাব দিতে গিয়ে গাফফার চৌধুরী শুধু নিউ এজ, ইনকিলাব কিংবা সংগ্রামকে আক্রমণ করেই থেমে থাকেননি। তিনি প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকাকে *দেশের জন্য ক্ষতিকর* বলে রায় দিয়েছেন। লিখেছেন – *নিউ এজ, ইনকিলাব, সংগ্রাম অথবা প্রথম আলো, ডেইলি স্টার প্রভৃতি কোনো কাগজের সঙ্গেই আমার ব্যক্তিগত বিরোধ নেই। ... কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক এক কথা, নীতিগত সখ্য অন্য কথা। আমি প্রথম তিনটি কাগজের ভূমিকাকে দেশের এবং জনগণের শত্রুতামূলক ভূমিকা বলে মনে করি। শেষোক্ত দুটি কাগজের ভূমিকাও দেশের গণতান্ত্রিক শিবিরের পরিবর্তে গণবিরোধী প্রতিবিপ্লবী শিবিরকে সাহায্য যোগাচ্ছে বলে সন্দেহ হয়। অন্তত দেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শিবিরে তারা যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। নিউ এজ, ইনকিলাব ও সংগ্রামের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার চেয়েও প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের তথাকথিত নিরপেক্ষ ভূমিকাকে আমি দেশের জন্য বেশি ক্ষতিকর মনে করি। কারণ নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ক্ষমতা তাদের অনেক বেশি।*

পাঠকের হয়তো জানা আছে, গাফফার চৌধুরীর ভাষায়, *দেশের জন্য বেশি ক্ষতিকর* পত্রিকা প্রথম আলোতে গাফফার চৌধুরী নিয়মিত লিখছেন এবং তাদের দেয়া টাকাও নিচ্ছেন।

তবে ২ আগস্ট প্রথম আলোর একটি ঘোষণা থেকে জানা যায়, আবদুল গাফফার চৌধুরী প্রথম আলোতে আর লিখবেন না। প্রথম আলো সম্পাদককে লেখা এক চিঠিতে গাফফার চৌধুরী লিখেছেন, *আপনাদের 'নিরপেক্ষতার' সঙ্গে আমার 'পক্ষপাতমূলক' লেখার পার্থক্য এতোই বেড়ে যাচ্ছে যে, সম্পর্কটা আর সুতোয় ঝুলিয়ে রাখা শোভন ও সঙ্গত হচ্ছে না।* এ প্রসঙ্গে প্রথম আলো সম্পাদক লিখেছেন, *প্রথম আলোর জন্মলগ্ন থেকেই আবদুল গাফফার চৌধুরী নিয়মিত লিখেছেন এবং নানা পরামর্শ দিয়ে আমাদের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবো।*

অনেকেরই হয়তো মনে আছে, আবদুল গাফফার চৌধুরী ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত যায়যায়দিনে কলাম লিখতেন। কিন্তু এরশাদের স্বৈরশাসন আমলে যখন যায়যায়দিন নিষিদ্ধ ছিল তখন এরশাদ ও তার স্বৈরশাসনের প্রতি সমর্থনপুষ্ট এবং পক্ষপাতমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখার কারণে ১৯৯২-এ পুনঃপ্রকাশিত হওয়ার সময়ে যাযাদি নীতিগত কারণে গাফফার চৌধুরীর লেখা আর না ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ যায়যায়দিন ডিসমিস করে গাফফার চৌধুরীকে।

অপরদিকে গত কয়েক বছর ধরে চরমভাবে আওয়ামী পক্ষপাতমূলক ও মিথ্যা তথ্য সম্বলিত লেখার মাধ্যমে পাঠককে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে যে প্রপাগান্ডা চালিয়েছেন গাফফার চৌধুরী তার সুযোগ করে দিয়েছে প্রথম আলো। প্রথম আলোকে আশ্রয় করে এ গাফফার চৌধুরী অনেকেরই ব্যক্তি চরিত্র হনন করার অপচেষ্টা করেছেন। গাফফার চৌধুরীকে এ পত্রিকাটি এতোটাই সুবিধা দিয়েছিল যে, তিনি আতিকুল আলমের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য দিয়ে চরিত্র হননের পর সেই আক্রান্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি প্রথম আলো। গাফফার চৌধুরী যা লিখেছেন তা-ই ছেপেছে পত্রিকাটি। তারপরও গাফফার চৌধুরীরই ঘোষণা দিয়ে ডিসমিস করেছেন প্রথম আলো ও এর সম্পাদক মতিউর রহমানকে। গাফফার চৌধুরীর মতো একজন বহুরূপী কলামিস্ট এতোদিন প্রথম আলোর সম্পাদকের ওপর ছড়ি ঘোরাতে পারলেন কি করে সে প্রশ্ন এখন পাঠক সমাজ করবেন।

২ আগস্ট থেকে ভোরের কাগজে *কাছে দূরে* নামে নতুন করে কলাম লিখতে শুরু করেছেন গাফফার চৌধুরী। *ব্যাক টু পেভিলিয়ন* (বানানটি প্যাভিলিয়ন হওয়াই উচিত ছিল। তবে আগাচৌ যেহেতু কখনোই তার আঞ্চলিকতা থেকে দূরে থাকতে পারেননি সেহেতু ভো.কা-র পাঠকদের এই ভুল উচ্চারণ ও বানান সহ্য করে যেতে হবে) শিরোনামের লেখায় তিনি ভোরের কাগজের সাবেক সম্পাদক ও বর্তমানে প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান সম্পর্কে বলেছেন, *সম্পাদক হিসেবে যার তারুণ্য, বৈদগ্ধ ও নীতি-নিষ্ঠাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে তার পেছনে পেছনে একটি নতুন কাগজে গিয়ে জুটেছিলাম, তিনি যে 'হ্যামিলনের বংশীবাদক' তা তখন জানতাম না। তিনি শুধু আমাকে নন, আমার মতো অনেককেই তার বংশীবাদনে মুগ্ধ করে তার পেছনে জড়ো করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এখন গোটা দেশকেই সেই বংশীবাদনে মুগ্ধ করার চেষ্টা করছেন। দেরিতে হলেও সেই মুগ্ধ মিছিল থেকে যে বেরিয়ে আসতে পেরেছি সে জন্য আমি আনন্দিত।*

বোঝাই যাচ্ছে আপাতত ভো.কা-র নতুন সম্পাদক আবেদ খান দ্বারা আগাচৌ মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এই মুগ্ধতার কারণ প্র.আ-র চেয়ে বেশি দক্ষিণা, নাকি মতিউর রহমানের চেয়ে বেশি সুরেলা বাশি সেটা এই মুহূর্তে আগাচৌ প্রকাশ করেননি।

২৮ জুলাই যুগান্তরে গাফফার চৌধুরী তার লেখায় ফরহাদ মজহারকে যে *ভাড়াখাটা লেখক* ও তার লেখাকে *হনুমানের ভেংচির* সঙ্গে তুলনা করেছেন সেই লেখারও জবাব দিয়েছেন ফরহাদ মজহার। ১ আগস্ট যুগান্তরে ছাপা হওয়া সেই লেখায় ফরহাদ মজহার বিভিন্ন সময়ে ছাপা হওয়া গাফফার চৌধুরীর লেখার উদ্ধৃতি তুলে ধরে তাকে একজন *দলবাজ* লেখক বলে অভিহিত করেছেন।

এককালের দাপুটে স্বৈরশাসক লেফটেনান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যিনি দাপটের সঙ্গে দীর্ঘ নয়টি বছর দেশ ও দেশের মানুষকে শাসন-শোষণ করে গেছেন তার রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টির বর্তমান হাল যে বড়ই বেহাল তা সকলেরই জানা। তবে তার দলের অবস্থা যে এতোটা শোচনীয় যে, সেখানে *মরণোত্তর সহসভাপতি*-র পদ পর্যন্ত থাকে এটা হয়তো অনেকেরই জানা ছিল না। এ তথ্যটি জানিয়েছেন ৩০ জুলাই প্রথম আলো ও আজকের কাগজ।

পত্রিকা থেকে জানা যায়, প্রায় সাত বছর পর জাতীয় পার্টির (এরশাদ) সুনামগঞ্জ জেলা কমিটি দলের চেয়ারম্যান এরশাদের অনুমোদন পেয়েছে। ১০১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির বেশির ভাগ লোককেই দলের সক্রিয় নেতাকর্মীরা চেনেন না। মজার ব্যাপার হলো, এই কমিটিতে সহসভাপতি হিসেবে আছেন এডভোকেট আবু খালেদ চৌধুরী যিনি চার মাস আগে মারা গেছেন। কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি এডভোকেট আবদুল মজিদ বলেছেন, তারা ওই পদটিকে *মরণোত্তর সহসভাপতির পদ* হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার ধারণা, নতুন কমিটিতে আরো কয়েকজন প্রয়াতের নাম থাকতে পারে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এরশাদ কি এতোটাই বিদিশা হয়ে উঠেছেন যে, তিনি তার দলের জেলা কমিটির সিনিয়র নেতাদের পর্যন্ত চেনেন না এবং মৃত্যুর পরও তাদের নিয়ে কমিটি করেন? নাকি এরশাদ পরকালের লবিইং ঠিক রাখার জন্য ওই জগতের প্রতিনিধি রাখেন!

০২ আগস্ট ২০০৩